East West University
East West LIBRARY
43, Mohakhali, C/A

ইত্তেফাক
২৮ ডিসেম্বর, ২০০৭
শ্রেণীসংখ্যা - ৩১০.৪০৮

ইত্তেফাক
২৮.১২.০৭

ঘাতকব্যাধি : প্রয়োজন তথ্য সচেতনতা

ড. মুনীরউদ্দিন আহমদ

রিপোর্টে প্রকাশ, 'চলতি বছর দেশে এইডসে আক্রান্ত হয়ে ৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং নতুন করে ১৪৩ জন রোগীর সন্ধান পাওয়া গেছে। এ বছর এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা ২৫০ জন। ১৯৮৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত এইচআই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ১৭৪৫ জন। এর মধ্যে এইডসে আক্রান্ত ৬১৯ জন। এদের মধ্যে ২০৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে ২ ডিসেম্বর মঙ্গলবার মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. আ. ফ.ম রুহুল হক এ তথ্য প্রকাশ করেন। এবারের বিশ্ব এইডস দিবসের মূল স্লোগান নেয়া হয়েছে 'সবার জন্য সুযোগ ও মানবাধিকার'। সর্বশেষ সাভিলেন্স রিপোর্ট অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার শতকরা এক ভাগেরও কম। তিনি এইডস কার্যক্রমের বর্তমান ধারাকে আরও বেগবান করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এইডস প্রতিরোধে মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী ২০১১ সাল থেকে ২০১৫ সালের জন্য পাঁচ বছর মেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে এবং বিশ্ব ব্যাংকের মাধ্যমে এই কর্মসূচি সফল করতে অগ্রায়ন করা হবে। তিনি বলেন, শিরায় মাদক গ্রহণকারী ২০ হাজার এবং ৫৯ হাজার যৌনকর্মীকে অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সারাদেশে বিশেষ করে যুব সমাজের মধ্যে এ বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যৌনবাহিত রোগের হার হ্রাস পেয়েছে। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে একপিএবি ১ ডিসেম্বর শহীদ মেয়রউদ্দিন মিলনায়তনে এক আলোচনা সভায় সংহার মহাপরিচালক ডা. জহির উদ্দিন আহমদ অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি এইডস প্রতিরোধে ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তোলা এবং সতর্কভাবে এইডস রোগীদের সেবায় উন্মোগী হওয়ার সেবাদানকারীদের প্রতি আহ্বান জানান'।

এইডস এর উৎপত্তি, বিস্তার, প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের উদ্দেশ্যে মানুষকে পর্যাপ্ত তথ্য প্রদানের জন্য আমার আজকের এই লেখা। এইচ আই ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত রোগের শেষ অবস্থা বা পর্যায়কে এইডস বলা হয়। সংক্রমণের পর এইচ আই ভাইরাস ধীরে ধীরে শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট বা ধ্বংস করে দেয়। ফলে আক্রান্ত রোগী অন্যান্য সংক্রমক রোগ এবং কিছু ক্যানসারের আক্রমণ থেকে নিজকে রক্ষা করতে পারে না। টি-লিম্ফোসাইট এক প্রকার শ্বেত রক্তকণিকা। এই রক্তকণিকা ক্যানসার কোষ বা এক দেহ থেকে অন্য দেহে সংযোজিত কোষসমূহকে ধ্বংস করা ছাড়াও এন্টিবডি প্রস্তুতের জন্য বি-লিম্ফোসাইট নামক আর এক প্রকার শ্বেত কণিকাকে কর্মক্ষম করে তোলে। এন্টিবডি শরীরের রোগ প্রতিরোধে সক্ষম এক প্রকার প্রোটিন। এইড্স ভাইরাস টি-লিম্ফোসাইটকে ধ্বংস করে ফেলে। ফলে শরীরে প্রয়োজনীয় মাত্রায় এন্টিবডি প্রস্তুত হতে পারে না। টি-লিম্ফোসাইট ও এন্টিবডির অভাবে শরীর অন্যান্য সংক্রমক রোগ ও ক্যানসারের আক্রমণের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না। ফলে আক্রান্ত রোগী অসহায় অবস্থায় আস্তে আস্তে মারা যায়।

এইডস সাধারণত যৌন ক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি মারাত্মক রোগ। সমকামীদের মধ্যে এই রোগের প্রবণতা অত্যন্ত বেশি পরিলক্ষিত হয়। এই রোগে যারা মারা গেছেন এমন অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি এইডস হওয়ার কারণ হিসেবে সমকামীতাকে দায়ী করেছেন। জেনিটাল ফুইডে এইচ আই ভাইরাস থাকে। তাই এইচ আই ভাইরাস আক্রান্ত যে কেউই যৌন ক্রিয়ার মাধ্যমে অন্যের শরীরে এই ঘাতক ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত করে দিতে পারে। অন্যদিকে সিফিলিস বা গনোরিয়া রোগে আক্রান্ত রোগীদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি থাকে। রক্তশূন্যতা পূরণের উদ্দেশ্যে রোগীকে রক্ত প্রদানের পূর্বে পরীক্ষার মাধ্যমে জেনে নেয়া উচিত বক্তদাতা এইডস বা এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত কী না। হেপাটাইটিস বি এবং সিফিলিস রোগের মত এইডস ভাইরাসও রক্তের মাধ্যমে এক দেহ থেকে অন্য দেহে সংক্রমিত হয়।

২০০৬ সাল এইডস রোগ এবং রোগীদের জন্য খুব খারাপ বছর। এই বছরটিতে এইডস মহামারীর বিস্তার ঘটেছে বিপজ্জনক পর্যায়ে। জাতিসংঘের ইউএনএআইডিএস এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রণীত "২০০৬ এইডস এপিডেমিক আপডেট" শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বিশ্বজুড়ে প্রায় চারকোটি মানুষ এখন এইচ আই ভাইরাসে আক্রান্ত। শুধুমাত্র ২০০৬ সালে তেতাল্লিশ লক্ষ মানুষ এইডস-এ আক্রান্ত হয়েছে এবং তার মধ্যে ২.৯ লক্ষ মানুষ মারা গেছে। ২০০৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত এইডস রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৫ লক্ষ। তার মধ্যে এই সময়ে নতুনভাবে আক্রান্ত হয়েছে প্রায় চার লক্ষ মানুষ। এই আক্রান্ত রোগীদের চল্লিশ শতাংশের বয়স ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত দুই বছরে বিশ্বের প্রত্যেক দেশেই মোটামুটি এই রোগের বিস্তার বৃদ্ধি পেয়েছে। সবচেয়ে বেশী বিস্তার ঘটেছে পূর্ব এশিয়া, পূর্ব ইউরোপ এবং মধ্যে এশিয়ার দেশগুলোতে। এইসব দেশগুলোতে ২০০৪ সালের সাথে তুলনা করলে ২০০৬ সালে ২১ শতাংশ মানুষের মধ্যে এই রোগের বিস্তার ঘটেছে। সাবসাহারান আফ্রিকাতে এইডস রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বিশ্বের এইডস রোগীর মোট সংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। এই অঞ্চলে প্রায় আটাশলক্ষ লোক ২০০৬ সালে এইডস রোগে আক্রান্ত হয়েছে যার ৭০ শতাংশ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। এই মৃত্যুর সংখ্যা ২০ লক্ষ। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, পুরুষ অপেক্ষা মহিলারাই সর্বাপেক্ষা বেশি এইডস রোগে আক্রান্ত হয়। মহিলারা নিজেরা আক্রান্ত হওয়া ছাড়াও এইডস রোগে আক্রান্ত রোগীদের সেবা শুশ্রূষা করতে গিয়েও এই মরণঘাতি রোগে আক্রান্ত হয়। অন্যান্য মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্কের ফলে রোগাক্রান্ত হওয়ার কারণে অনেক পুরুষের মাধ্যমে তাদের স্ত্রীরাও এইডস রোগে আক্রান্ত হয়। শুধু মুম্বাইতে ৫৪ শতাংশ যৌনকর্মী এইডস রোগে আক্রান্ত।

দক্ষিণ আফ্রিকা এইডস মহামারীর কেন্দ্রস্থল যেখানে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ এইডস রোগীর বাসস্থান এবং সেদেশে মৃত্যুহারও বিশ্বের মোট মৃত্যুর এক তৃতীয়াংশ। আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে দেশগুলোতে এইডস রোগের প্রাদুর্ভাব প্রকট হলেও, নতুন ভাবে আক্রান্ত রোগী এবং মৃত্যুহারও সমান পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকাতে রোগাক্রান্তের হার থেকে মৃত্যুহার বেশি। রিপোর্টে আরো বলা হয়, ১৯৯৭ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত পৃথিবীর সব রোগের কারণে মোট মৃত্যুর ৮০ শতাংশ মৃত্যু শুধু এইচআইভি সংক্রমণের কারণে সংগঠিত হয়েছে।

জিম্বাবুইতে ২৩ শতাংশ মানুষ এইডস আক্রান্ত। বটসওয়ানা, লেসেথো, নামিবিয়া, সোয়াজিল্যান্ডসহ আরো দুয়েকটি দেশে এইডস রোগে আক্রান্তের হারও অনুরূপ। এইসব দেশগুলোতে এইডস-এর ঝুঁকি কমার কোন প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে না। এন্টিরেট্রোভাইরাল ওষুধের প্রাপ্তি ইতোমধ্যে দশগুণ বাড়লেও এইসব দেশের শুধু মাত্র এক-চতুর্থাংশ মানুষ এই প্রয়োজনীয় ওষুধ কেনার বা প্রাপ্তির সুযোগ পায়। চীন এবং ভারতসহ এশিয়ার দেশগুলোতে নব্বই লক্ষ মানুষ এইডস রোগ নিয়ে বসবাস করছে। শুধু গত বছরেই দশ লক্ষ মানুষ নতুনভাবে এইডস রোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং এর মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ মানুষ ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। ২০০৩ সাল থেকে এইসব দেশে এন্টিরেট্রোভাইরাল ওষুধ গ্রহণকারীর সংখ্যা তিনগুণ বাড়লেও প্রয়োজন অনুপাতে মাত্র ১৬ শতাংশ মানুষ এই ওষুধ গ্রহণের সুযোগ পায়।

পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশ চীনে প্রায় আট লক্ষ মানুষ এইডস রোগে আক্রান্ত। পরীক্ষায় দেখা গেছে, আক্রান্তদের প্রায় অর্ধেক ইনজেকশন নেয়ার কারণে এবং বাকি অর্ধেক নিরাপত্তাহীন যৌন কর্মকান্ডের জন্য এইডস রোগে আক্রান্ত হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়, চীনে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠি থেকে এই রোগ সাধারণ মানুষের মধ্যে আশংকাজনক হারে বিস্তার লাভ করছে।

ভারতে এইডস রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৬০ লক্ষ। এই রোগীদের দুই-তৃতীয়াংশ ২৮টি রাজ্যের মাত্র ছয়টিতে সীমাবদ্ধ। এই ছয়টি রাজ্য হলো দক্ষিণ, পশ্চিম এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের শিল্পোন্নত রাজ্য। রিপোর্ট অনুযায়ী আফগানিস্তানের বর্তমান অবস্থা ভালো নয়। সেখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি এইডস রোগের বিস্তারের অনুকূলে রয়েছে।

ল্যাটিন আমেরিকার আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কলম্বিয়া এবং মেক্সিকোতে এইডস রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় ১৭ লক্ষ। সেখানে এই রোগের উৎপত্তি ও বিস্তারের জন্য দারিদ্র্য, অভিপ্রয়াণ (মাইগ্রেশন), শহরবহির্ভূত অঞ্চলে এইডস রোগ সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য ও জ্ঞানের অভাব এবং অবাধ সংক্রামিতাকে দায়ী করা হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার মোট আক্রান্তের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ ব্রাজিলে বসবাসকারী। সেখানকার সরকার এই রোগের উৎপত্তি এবং বিস্তার রোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে গত কয়েক বছর ধরে এইডস সুস্থিত অবস্থানে রয়েছে।

পূর্ব ইউরোপ এবং মধ্য এশিয়ার দেশগুলোতে গত দশকে এইডস রোগের প্রাদুর্ভাব বিগুণ বেড়েছে। এই অঞ্চলে রয়েছে তদানীন্তন সোভিয়েট ইউনিয়নের বেশিরভাগ অঞ্চল। সেখানে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য এই বিস্তারকে দায়ী করা হচ্ছে। সমাজতন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে প্রবেশের কারণে ওইসব অঞ্চলে মানুষের আচার-আচরণ এবং জীবন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০৬ সালে এই অঞ্চলে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। নতুনভাবে আক্রান্তদের এক তৃতীয়াংশ রোগীর বয়স ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। সেখানে প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র ১৩ শতাংশ রোগী এন্টিরেট্রোভাইরাল ওষুধ প্রাপ্তির সুযোগ পায়। উত্তর আমেরিকা, পশ্চিম এবং মধ্য ইউরোপে ৬৫ হাজার মানুষ নতুনভাবে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এইসব অঞ্চলে এন্টিরেট্রোভাইরাল ওষুধপ্রাপ্তির সুবিধার কারণে এইডস রোগের বিস্তার তেমন প্রকট নয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সাদাদের চেয়ে কালো আফ্রিকান আমেরিকানদের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ৭ গুণ বেশি।

যুক্তরাজ্যে ১৯৯৮ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৫ সালে নতুনভাবে সংক্রমিত রোগীদের অর্ধেকেরই বসবাস লন্ডনে। যুক্তরাজ্যে এখন এইডস সবচেয়ে সংবাহ সংক্রামক রোগ হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে। এইচআইভি বিস্তার ওষুধ পটিশ বছর পর এখন মানব সভ্যতা এক চরম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এইচআইভি সংক্রমণ এবং এইডস রোগের উৎপত্তি ও বিস্তার যতদিন যাচ্ছে ততই ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। এইডস রোগ সম্পর্কে তথ্য প্রদানকারী ওয়েবসাইট এভার্ট ২০০৬ সালের এক পরিসংখ্যানে উল্লেখ করে, প্রায় পাঁচলক্ষ শিশু এইডস্ রোগে আক্রান্ত হয় মায়ের কারণে ওষু তাদের মায়েরা এই রোগের ওষুধপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত থাকে বলে। যথাযথ চিকিৎসা না হলে এই সব শিশুদের অর্ধেকই ২০০৮ সালের মধ্যে মৃত্যুবরণ করবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। বিশ্বে এখন এইডস রোগের কারণে প্রায় ১৫ লক্ষ শিশু এতিম হয়ে গেছে। এই মরণঘাতী রোগের উৎপত্তি, বিস্তার, প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের উদ্দেশ্যে মানুষকে পর্যাপ্ত তথ্য প্রদানের জন্য দরকার বিশ্বের প্রতিটি দেশের সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার। দৃঢ়তার সাথে এই রোগকে মোকাবেলা করার শপথ না নিলে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের ১২ কোটি লোক প্রাণ হারাবে এইডস রোগে-এই তথ্য দিয়েছে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা।

এইড্স ভাইরাসে আক্রান্ত গর্ভবতী মা থেকে জন্মের সময় বা জন্মের পরপরই শিশু এমই ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে। এইচ আই ভাইরাসে আক্রান্ত গর্ভবতী মায়ের দ্বারা গড়ে এক-চতুর্থাংশ শিশু আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এইভাবে আক্রান্ত শিশুরা পাঁচ বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে। এই কারণে এইড্স ভাইরাসে আক্রান্ত মহিলাদের বাচ্চা নেয়ার পূর্বে গর্ভাবস্থায় চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

এইড্স থেকে রক্ষা পেতে হলে ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য গ্রহণ, এইড্স ভাইরাসে আক্রান্ত কী আক্রান্ত নয় না জানা এমন কেউ বা যাদের বহু যৌনসঙ্গী রয়েছে এমন কারো সাথে যৌন সম্পর্ক বর্জন করতে হবে। অন্যের ব্যবহৃত ব্লেড, রেজার, চামড়া ছিদ্র করার সুঁই ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উত্তম।

ইনজেকশনের মাধ্যমে ড্রাগ নেয়ার জন্য ব্যবহৃত দূষিত সুঁই বা সিরিঞ্জ এইচ আই ভাইরাস সংক্রমণের ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। একাধিকবার ব্যবহৃত এই সব সুঁই ও সিরিঞ্জের মাধ্যমে এইড্স ভাইরাস এক দেহ থেকে অন্য দেহে ছড়িয়ে পড়ে। কান ফোঁড়ানোর সুঁইও এইড্স ভাইরাস ছড়াতে পারে। তাই ইনজেকশন, কান ফোঁড়ানো চামড়া ছিদ্র করার কাজে ব্যবহৃত সব জাতীয় সুঁই ব্যবহারের পূর্বে উত্তমভাবে জীবাণুমুক্ত করা নেয়া আবশ্যক। সংক্রমণের ঝুঁকির কথা চিন্তা করে ইনজেক্শনের জন্য ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। কন্ডম কোন সমাধান নয়, এইড্স ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানবিক ও নিয়ন্ত্রণতান্ত্রিক জীবন-যাপন করা অত্যাবশ্যক। তাই এখনই সকলকে সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

[লেখক : প্রোভিস, ইস্টওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়]

> ইনজেক্শনের মাধ্যমে ড্রাগ নেয়ার জন্য ব্যবহৃত দূষিত সুঁই বা সিরিঞ্জ এইচ আই ভাইরাস সংক্রমণের ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। একাধিকবার ব্যবহৃত এই সব সুঁই ও সিরিঞ্জের মাধ্যমে এইড্স ভাইরাস এক দেহ থেকে অন্য দেহে ছড়িয়ে পড়ে। কান ফোঁড়ানোর সুঁইও এইড্স ভাইরাস ছড়াতে পারে। তাই ইনজেক্শন, কান ফোঁড়ানো চামড়া ছিদ্র করার কাজে ব্যবহৃত সব জাতীয় সুঁই ব্যবহারের পূর্বে উত্তমভাবে জীবাণুমুক্ত করে নেয়া আবশ্যক।